আজকের কাগজ
৫-৪
৩০ JUL 1991 পৃষ্ঠা... ৫ ... কলাম ... ১ ...
122

...অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না করে শিক্ষার বৈষম্য ... পল্লীর দরিদ্র প্রতিভাবান শিশুদের মোটামুটি ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্যে প্রতিটি ইউনিয়নে একটি ভালো, যাকে বলা চলে 'আদর্শ' প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। প্রতি উপজেলায় দু'টি ভালো মানের মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা দরকার। এগুলো খুব কঠিন কাজ নয়, বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে বড় বড় নদ-নদীর উপরে ব্রিজ বানানোর চেয়ে সহজ। যুগের উপযোগী আদর্শ শিক্ষায় শিশুদের শিক্ষিত করে গড়ে না তুললে জাতির সর্বনাশ অবধারিত।

প্রসঙ্গ শিক্ষাঃ বান্দার বিদ্যালয় বৃত্তান্ত

সৈয়দ আবুল মকসুদ

এ বছর, ১৯৯১ সালে, যে-সকল শিশু প্রথম শ্রেণীতে পড়ছে-তাদেরই কেউ কেউ ২০১০-১১ সালে হবে দেশের প্রশাসক, সমাজসেবী, কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রভৃতি। সুতরাং তাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার উপরই নির্ভর করছে দেশের সমাজের ও জাতির ভবিষ্যৎ। আজ প্রতিটি জাতিই তার সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের কাজে ব্যস্ত। মানবজাতি, বিশেষ করে জাতি ও সমাজবিশেষ, অতীতে যে-সব ভুলভ্রান্তি করেছে আগামী শতাব্দীতে সে-সবের যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে- ব্যাপারে এখনই ব্যবস্থা নিতে বিভিন্ন জাতি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে ভালো শিক্ষাই পারে একজন ব্যক্তিকে একজন সুন্দর মানুষ রূপে তৈরি করতে। শিক্ষা বলতে আমি প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত শিক্ষা- দুটোকেই বুঝে থাকি। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থাও নানাভাবে বিভক্তঃ শহরের ধনীর ছেলেটি রাজধানীর ভালো ইস্কুলে যে-শিক্ষা (অন্ততঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা) পাবে অজপাড়াগাঁয়ের একজন দরিদ্র মানুষের অপেক্ষাকৃত মেধাবী পুত্রটি পল্লীর পাঠশালায় সে-শিক্ষা পাবে না। যদিও মনে রাখা দরকার, গরিব ও ধনী পরিবারে, গ্রাম আর মহানগরে জন্মগ্রহণের ফলে মানব সন্তানের মেধার তারতম্য হবে তার নিশ্চয়তা নেই। আমাদের দেশে এখন যাঁরা উচ্চপদে কর্মরত, জীবনের নানা ক্ষেত্রে যাঁরা শীর্ষে অবস্থান করছেন, তাঁদের অধিকাংশই গ্রামের বা ছোটো শহরের বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পরে তাঁরা বড় শহরে এসে, তারও পরে বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন।

অতিরিক্ত উচ্চশিক্ষা দিয়ে সমাজে এলিট তৈরির ব্যাপারে আফ্রিকার নেতা ডাঃ হেস্টিংস কামুজু বান্দা এক মজার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মালাভি-দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ছোটো দেশ; আকারে বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশের মতো হবে; কিন্তু সুউচ্চ পাহাড়-পর্বত ও ঘন বনভূমিবেষ্টিত দেশটিতে জনবসতি হাল্কা- তেষট্টি লক্ষের মতো। ৬০-এর দশকের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত হয় মালাভি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে পাঁচ-ছয়টি মহাবিদ্যালয়। ঐ

বস্তুতঃ উন্মুক্ত আকাশের নিচে আসবাবপত্রবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও-দেশের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ শিশু ভর্তি হয়, তারপর বছর দুয়েকের মধ্যেই তারা বিদ্যাভ্যাস সাঙ্গ করে গতানুগতিক পারিবারিক বা কর্মজীবনে প্রবেশ করে। অর্থাৎ পূর্বপুরুষের সংসারে দারিদ্র্যের বৃত্তটির মধ্যে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঁচ শতাংশ ছাত্র মাধ্যমিক ইস্কুলে প্রবেশের সুযোগ পায়, তা থেকে কয়েকজন কলেজের দরোজা অতিক্রম করতে পারে। জানি না, মালাভি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত। তবে ধারণা করতে পারি যে, খুবই অল্পঃ আমাদের দেশের যে-কোনো কলেজের ছাত্রসংখ্যার সমান। শিক্ষার মানও যে খুব উঁচু তা ভাববার কারণ নেই। একটি গরিব ও ছোটো দেশ শিক্ষার ক্ষেত্রেও যে ভয়াবহরূপে পিছিয়ে রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। শিক্ষার আলো থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে যে-জাতির ৯৮ শতাংশ মানুষকে সেখানে অল্প কয়েকজনকে সুশিক্ষিত ও ভবিষ্যতের 'এলিট' করে তুলবার জন্য অকৃপণভাবে অর্থ ব্যয়ে জীবন-রাষ্ট্রপতি ডাঃ কামুজ বান্দা এক চমৎকার বিদ্যাপীঠ গড়ে তুলেছেন।

ষাটের দশকের প্রথম দিকে আফ্রিকার কয়েকটি দেশ থেকে কয়েকজন শিক্ষার্থী 'উচ্চশিক্ষা' অর্জনের আশায় এসে ঢাকা কলেজে আমাদের সহপাঠী ছিলো। তাদের মধ্যে উগান্ডা, নিয়াসাল্যান্ড প্রভৃতি দেশের ছাত্রও ছিলো। নিয়াসাল্যান্ড তখনো স্বাধীন হয়নি। ওরা এখানে অধ্যয়নরত থাকাকালেই ১৯৬৪-তে সে-দেশ বৃটেন থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে, তখন তার নাম হয় মালাভি। কিছুদিন আগে বিদেশী এক পত্রিকায় মালাভির এক চমকপ্রদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটি লেখা পড়ে আমার সেই সজ্জন সহপাঠী বন্ধুর কথা মনে পড়লো। জানি না এখন সে কোথায় আছে। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে আমাদের স্বাধীনতার আগেই বাংলাদেশ থেকে চলে যায়। অবশ্য সরাসরি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে কিনা জানি না। হয়তো সে ইউরোপ বা আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেছে এবং মন্ত্রী-সচিব ধরনের কোনো উচ্চ পদে এখন রয়েছে; অথবা কোনো বিদেশিনীকে বিয়ে করে পাশ্চাত্যেই পেয়ে গেছে

অশিক্ষিত দেশবাসী যেমন ছিলো স্বাধীনতার আগে তেমনি আধা অন্ধকার অবস্থায় দিনযাপন করছে।

এশিয়া আফ্রিকার সকল জাতীয়তাবাদী নেতাই যে খাটি সোনা তা নয়-প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে ভেজাল রয়েছে, হেরফের শুধু পরিমাণে। বিশেষ করে যাঁরা ইউরোপে পড়াশোনা করে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতা হয়েছেন তাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্যপ্রীতি ও সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা ভাব যে কিছুটা বেশি থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁরা দরিদ্র জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে বিশেষ দক্ষ। যে-কথা বললে জনতা আপাততঃ খুশি থাকবে তারা তাই বলতে অভ্যস্ত। বান্টু বংশোদ্ভূত ডাঃ বান্দা নিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত করেছেন প্রথমে কিছুদিন দক্ষিণ আফ্রিকায়, তারপর যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে। বৃটেনে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি নিয়ে দীর্ঘদিন প্রাকটিস্ করেন এবং পরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তিনি তাঁর দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে রাষ্ট্রপতি হন। সুতরাং তিনি যে তাঁর মাতৃভাষা- মালাভির জাতীয় ভাষা চিচিভার চেয়ে ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার প্রতি অধিক আগ্রহী হবেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

ডাঃ বান্দা তাঁর বিদ্যাপীঠে শুধু যে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি, গ্রীক, লাতিন ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিচ্ছেন তাই নয় তাদের চাল-চলন, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একেবারে পাশ্চাত্য ধাচে গড়ে তুলছেন। সমস্ত দেশ থেকে এই বিদ্যালয়ের অধিবাসীরা বিচ্ছিন্ন: শারীরিক ও মানসিকভাবে। রাজধানী লিলোঙ্গুয়ে থেকে গাড়িতে দেড় ঘন্টার পথ এনটুনথানা নামক গহন অরণ্যবেষ্টিত এক স্থানে ১৯৮১ সালে এই একাডেমি স্থাপিত হয়। এই নির্জন জায়গাটি বিদ্যালয়ের জন্য নির্বাচন করার কারণ ৭১ বছর আগে এখানে গাছতলায় বসে স্কটিশ মিশনারীদের কাছে প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন বান্দা। সেই স্মৃতি রক্ষার জন্যও এই ইস্কুল স্থাপিত হয়েছে। মালাভির এক তৃতীয়াংশ নাগরিক খ্রীস্টান হবার পেছনেও সেই মিশনারীদের কর্ম তৎপরতা দায়ী। সেবার নাম করে তারা এদের প্রাকৃত ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত করেছে।

যাইহোক, আবাসিক এই একাডেমির শিক্ষার্থীরা যে-জীবন যাপন করে তা ইউরোপের কোনো কোনো ইস্কুলেও ভাবা যায় না। এই একাডেমির ছাত্ররা গোটা দেশবাসীর মতো মাদুরে বসে সানকিতে খায় না, এবং শুধু যে চেয়ার-টেবিলে খানাপিনা করে তাই নয় তারা কাটাচামচে রোস্ট-কাটলেট খায়; ওদের জন্য আপেল-

কেউ মাতৃভাষায় কথা বলে না, ... গ্রীকে। মাত্র সাড়ে তিন শ' ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বিদ্যালয়ে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী বৃটেন থেকে নিয়োগ দিয়ে আনা হয়েছে। এখানে ভর্তির আগে যারা কোনোদিন জুতো পরেনি এখন তাদের জামাজুতো স্যুটটাই সবই ইংল্যান্ড থেকে আনা হয়। ৩৫০ জন ছাত্রের জন্য রয়েছে ৩৫০ জন শরীরচর্চার শিক্ষক অর্থাৎ জনপ্রতি একজন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য বছরে ব্যয় হয় ছয় হাজার মার্কিন ডলার- প্রায় দুই লক্ষ টাকা।

আপাততঃ সেখানে সব ঠিকঠাক চলছে, তবে কয়েক বছর আগে দু'একটি কেলেঙ্কারী হয়ে গেছে। ছয়-বছরের 'ও-লেভেল' 'এ-লেভেল' পড়ার জন্য ভর্তির বয়স সর্বোচ্চ পনের নির্ধারণ করা হলেও যেহেতু কারোই জন্মের সন তারিখ ঠিক নেই, অনেকে বিশ-বাইশ বছরেও ভর্তি হয়। ইতোমধ্যে কয়েকজন মেয়ে গর্ভবতী হয়ে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। আপনা আপনি কোনো নারী অন্তঃসত্ত্বা হয় না, কিন্তু পুরুষ শাসিত পৃথিবীর মধ্যেই মালাভির অবস্থান বলে একাডেমির কোনো ছেলে এখনো বহিষ্কৃত হয়নি। '৮১-তে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কয়েকটি দল এর মধ্যেই বৃটেন-আমেরিকা থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। রাষ্ট্রপতি বান্দার ভাষায়ঃ এরাই দেশের ভবিষ্যৎ। আগামী দিনে এরাই দেশের নেতৃত্ব দেবে।

শিক্ষার প্রসঙ্গে বলেই বান্দার বিদ্যালয়ের বৃত্তান্ত বর্ণনা করার কারণ বাংলাদেশেও বান্দা-মার্কা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। আমাদের দেশের ক্যাডেট কলেজগুলোর সঙ্গে বান্দার একাডেমির পার্থক্য শুধু পরিমাণগত, গুণগত নয়। অর্থনৈতিক বৈষম্যের এই দেশে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও শ্রেণীবিভক্ত। কত রকম ইস্কুল যে এ দেশে আছে তার ঠিক নেই। এরশাদের পুত্র যে-ইস্কুলে পড়বে আমার পুত্রকে সেখানে পড়ানোর সংগতি আমার নেই। আমার পুত্র যেখানে পড়ে একজন কারখানার শ্রমিকের ছেলে সেখানে পড়তে পারবে না। আমাদের দেশের ক্যাডেট কলেজগুলোর সঙ্গে ঢাকার সবচেয়ে ভালো ইস্কুলগুলোরও পার্থক্য প্রচুর। নগরীর সেরা ইস্কুলগুলোর সাথে জেলা শহর ও পাড়াগাঁর বিদ্যালয়গুলোর দূরত্ব আকাশ পাতাল। শুনেছি, এবার শিক্ষার জন্য বার্ষিক বাজেটে সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈষম্য দূর করতে না পারলে বাজেটের পুরো টাকাটাই শিক্ষা নামে ব্যয় করলেও দেশের ৯৫ শতাংশ মানুষের কোনো উপকার হবে না।

জানি অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না করে শিক্ষার বৈষম্য দূর করা দুষ্কর। তবু বর্তমান অবস্থায়ও পল্লীর দরিদ্র প্রতিভাবান শিশুদের মোটামুটি ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে একটি ভালো, যাকে বলা চলে 'আদর্শ' প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। প্রতি উপজেলায় দুটি ভালো মানের মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা দরকার। এগুলো খুব কঠিন কাজ নয়, বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে বড় বড় নদ-নদীর উপরে ব্রিজ বানানোর চেয়ে সহজ। যুগের উপযোগী আদর্শ শিক্ষায় শিশুদের শিক্ষিত করে গড়ে না তুললে জাতির সর্বনাশ অবধারিত। সমস্ত শহর-বন্দর, নদী-নালা, খাল-বিল, দালান ও ব্রীজ দিয়ে ভরে ফেললেও জাতির সে-সর্বনাশ রোধ করা যাবে না।

সৈয়দ আবুল মকসুদ, কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় কর্মরত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর [illegible] সাহিত্য, যুদ্ধ ও মানুষের মূর্খতা, হরিশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি।